তারিখ ... 14 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা 2 ... কলাম ৩ ...

সমকাল

ফেসবুকে থেকেও নেই শিক্ষামন্ত্রী

■ সমকাল প্রতিবেদক

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে থেকেও নেই। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে এ কথা জানান তিনি। মন্ত্রী জানান, শখ করে তার কনিষ্ঠ কন্যা তার (মন্ত্রীর) নামে একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছিলেন। কিছুদিন চলার পর ইউজাররা সেটিকে মন্ত্রীর ভুয়া অ্যাকাউন্ট মনে করে একের পর এক ব্লক করতে থাকে। শেষে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ অ্যাকাউন্টটি ব্লক করে দেয়। মন্ত্রী জানান, এতে অবশ্য অখুশি নন তিনি।

রাজধানীর সেগুনবাগিচায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে এক অনুষ্ঠানে প্রযুক্তিতে নতুন প্রজন্মের দক্ষতা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এ তথ্য জানান তিনি। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'মোটামুটি সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার আছে। ৪০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম রয়েছে। এভাবে আমরা এগিয়ে ■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ৬

ফেসবুকে থেকেও নেই

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

যাচ্ছি, আমাদের ছেলেমেয়েরা এসব শিখছে।' নিজের প্রযুক্তিজ্ঞান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'আমি তো এসব বুঝি না! মোবাইলে কল করা, রিসিভ করা, এসএমএস দেওয়া ও এমএমএস পাওয়া, এটুকু বুঝি। এখন ফেসবুক বের হয়েছে। আমার একটা ফেসবুক আইডি বানিয়ে দিয়েছিল আমার মেয়ে। সেটা আবার কে একজন ব্লক করিয়ে দিয়েছে।... আমি নাকি ভুয়া লোক। চিন্তা করে দেখেন! আমাকে ভুয়া বলে ব্লক করে দিয়েছে। এমন দুই নম্বরি ও জালিয়াতি কি হতে পারে?'

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের জন্য এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নুরুল আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইন ও ডাচ-বাংলা ব্যাংকের চেয়ারম্যান সায়েম আহমেদ প্রমুখ।

মো. নুরুল আমিন জানান, এ বছর প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে স্নাতক (পাস) ও সমমানের পর্যায়ে দুই লাখ ৫৪ হাজার ৫৩৩ শিক্ষার্থীকে ১৩৮ কোটি ৩৫ হাজার ৮৬০ টাকা উপবৃত্তি হিসেবে দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক লাখ ৯২ হাজার ৪৫ জন ছাত্রী ও ৬২ হাজার ৪৮৮ জন ছাত্র বলে তিনি জানান। অনুষ্ঠানে সুইচ টিপে ডাচ-বাংলা মোবাইল ব্যাংকিং রকেটের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি দেওয়া উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী।